بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ বৈশাখ ১৪৩৩
০৬ মে ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মিলন, ২০২৬ উপলক্ষে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় পর দেশের স্বাধীনতাপ্রিয়, গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ নিজেরা সরাসরি ভোট দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে একটি জবাবদিহিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থার প্রত্যাশায় থাকা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হচ্ছে বর্তমান সরকার।

আধুনিক প্রশাসনে দক্ষতা মানে শুধু নিয়ম জানা নয়; বরং প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য বিশ্লেষণ, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনসেবায় সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। সেই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও ফলাফলমুখী করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উন্নত কোর্স, গবেষণা এবং নীতিনির্ধারণমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আপনারা রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে অবস্থান করছেন। আপনারা যে দায়িত্ব পালন করেন, তা কেবল নথিপত্র পরিচালনা বা প্রশাসনিক তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আপনারা রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যকারিতা, ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতার প্রধান ভিত্তি। একটি শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক, আইনসম্মত এবং জনবান্ধব রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনারাই হচ্ছেন সেই মূল চালিকাশক্তি যাদের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞার ওপর একটি জাতির উন্নয়ন নির্ভর করে। প্রতিটি কাজে সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাই হোক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের সবার প্রধান অঙ্গীকার।

সরকার বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্পোর্টস কার্ড এবং ই-হেলথ কার্ড এবং সারাদেশে খাল খনন ও পুনঃখননের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের কাছে দেওয়া সব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একই সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আইনকানুন ও জটিলতাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে বাস্তবসম্মত, কার্যকর ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে জনগণ প্রত্যাশিত সুফল সময়মতো লাভ করতে পারে।

বিশ্ব এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে প্রবেশ করেছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকেও পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় নিজেদেরকে যোগ্য এবং দক্ষ হিসেবে প্রস্তুত থাকা জরুরি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের প্রশাসনকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করে তুলবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারের নীতিনির্ধারণ এবং নীতি বাস্তবায়নের মধ্যে আপনারাই সেতুবন্ধন। আপনাদের সততা, কর্মদক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা সরকারের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে, নিজেদের শুধু প্রশাসনিক কর্মকর্তা নয় বরং জনগণের সেবক হিসেবে ভাবুন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দেশের ফ্যাসিবাদ কিংবা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে স্বাধীনতা রক্ষায় রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থান -এভাবে ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সব শহিদের আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে এই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। সুতরাং, জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিক-জনগণের স্বার্থ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা আপনাদের প্রধান দায়িত্ব। আমাদের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং মানবিক।

আপনাদের বার্ষিক সম্মিলন ২০২৬ সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, নতুন চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে এ প্রত্যাশা করি।

আমি সবার সাফল্য এবং কল্যাণ কামনা করি।

তারেক রহমান